যুগান্তর

তারিখ ... 30 APR 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৬ ...

শিক্ষার্থীদের মনোজগতে বিরূপ প্রভাব ফেলছে

শিপন হাবীব

'স্কুল কোনো খণ্ডিত শিক্ষার স্থান নয়, সার্বিক শিক্ষার জায়গা'— স্লোগানটি অবশ্য রুপন্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কেননা চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী রুপন্তি রাজধানীর যে শহীদ নবী মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ছে সেখানে নেই কোনো খেলার মাঠ। রুপন্তি যেখানে বসবাস করে সেই এলাকায়ও নেই কোনো খেলার মাঠ। তাছাড়া অসুস্থ প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠা রুপন্তির খেলাধুলার সময়ইবা কোথায়। ভোর ৬টায় ঘুম থেকে ওঠা, স্কুলে যাওয়ার আগে কোচিং সেন্টারে যাওয়া, এরপর স্কুল হয়ে আবার কোচিং সেন্টারে, সন্ধ্যার পর বাসায়। এর পর বাসায় আবার গৃহশিক্ষকের কাছে পড়তে বসা। রাতের খাবার, হোমওয়ার্ক শেষে বেড়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত মোবাইল বা ল্যাপটপে একের পর এক ভয়ংকর সব গেম খেলা। এ ধরনের গেমস ক্ষুদে শিক্ষার্থীদের মনোজগতে বিরূপ প্রভাব ফেলছে। এটা শুধু রুপন্তির বেলায় নয়, নগরীর হাজার হাজার শিশুকে এ বিরূপ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে বড় হতে হচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শিশুর এই জীবনবিন্যাস তাদের পূর্ণাঙ্গ বিকাশে অন্তরায়।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর বলছে, ঢাকায় ৩৩৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোর আরও প্রায় সাড়ে ৪শ' এবং ১১ হাজারের বেশি কিন্ডারগার্টেন রয়েছে। সরকারি স্কুলগুলোর কোনোটিতে নামমাত্র মাঠ থাকলেও বেসরকারি স্কুল, কিন্ডারগার্টেন, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোর শতকরা ৯৮ ভাগেরই খেলার মাঠ নেই। অথচ স্কুল অনুমোদন নীতিমালার ভেতরে খেলার মাঠ থাকা বাধ্যতামূলক হলেও রাজধানীর স্কুলগুলোয় এর কোনো বালাই নেই। কথা হয় রাজধানীর পুরান ঢাকার ছোটকাটরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী কিরণ ঘোষের মা হাজেরা বেগমের সঙ্গে। তিনি যুগান্তরকে বলেন,

বিদ্যালয়ে নেই খেলার মাঠ

রাজধানীর প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে পর্যাপ্ত খেলার মাঠ নেই। চার দেয়ালের ভেতর একপ্রকার বন্দি অবস্থায় লেখাপড়া করতে হয় ক্ষুদে শিক্ষার্থীদের যুগান্তর

ভাই ঢাকায় মাঠ পাবেন কই? স্কুলে, পাড়া-মহল্লায় কোথায় মাঠ নেই। বাবার বাড়ি কুমিল্লার মুরাদনগরের ছোটবেলার স্মৃতি রোমন্থন করে তিনি বলেন, পড়াশোনার পাশাপাশি উন্মুক্ত মাঠে খেলাধুলা করে বড় হয়েছি। খেলার মাঠ না থাকায় এখন এসব শিশুর শৈশব-কৈশোর চুরি হয়ে যাচ্ছে। তারা সঠিকভাবে বেড়ে ওঠছে না। খেলতে না পেরে মোবাইলে বসে বসে গেম খেলে মুটিয়ে যাচ্ছে। অনেকটা ফার্মের মুরগির মতো! বর্তমান যুগের পড়াশোনার অসুস্থ প্রতিযোগিতার প্রতি ক্ষোভ ঝেড়ে তিনি বলেন, 'ভাই, ওরা যদি মাঠে খেলাধুলা করে তাহলে কি জিপিএ-৫ পাবে? খেলাধুলা কি তাদের জিপিএ-৫ এনে দেবে। পড়াশোনাই হচ্ছে মহল্লার অন্যসব শিক্ষার্থীর সঙ্গে টিকে থাকার পথ!'

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী যুগান্তরকে বলেন, খেলাধুলা-সংস্কৃতিবিহীন বেড়ে ওঠা ক্ষুদে শিক্ষার্থীরা একপ্রকার অসুস্থতার মধ্যে বড় হচ্ছে। স্কুল তো সর্বজনিন শিক্ষার স্থান। যেখানে মাঠ থাকবে না, সংস্কৃতিচর্চা হবে না, সেটা তো স্কুল হতে পারে না। খেলাধুলা ছাড়া এসব শিক্ষার্থী অক্ষম, দুর্বল হয়ে বেড়ে উঠছে। এরা মানসিক যাতনায় ভুগবে। স্কুলের মাঠ ঘিরেই খেলাধুলাসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করতে হবে। কিন্তু রাজধানীর বেশিরভাগ প্রাইমারি স্কুলেই মাঠ নেই। স্কুল কর্তৃপক্ষ কিংবা সরকার এ বিষয়টি ভাবছে না। স্কুলে মাঠ থাকতে হবে, এটা তারা বুঝতেই পারছে না। ফলে আমাদের শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বাড়ছে না। অসুস্থ হয়েই বেড়ে উঠছে। এটি একটি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার নিকৃষ্ট রূপ। যেখানে অভিভাবকসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নিজের কথা ভাবছে। ক্ষুদে শিক্ষার্থীদের কথা ভাবছেন না। এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে মনোবিজ্ঞানী ডা. মোহিত কামাল যুগান্তরকে বলেন, খেলাধুলাবিহীন শিক্ষা প্রকৃতপক্ষে আদর্শ শিক্ষা নয়। এসব শিশু নানা সমস্যায় ভোগে। মাঠে খেলাধুলার সময় শিশুর শরীরে রক্তপ্রবাহ অনেক বেড়ে যায়, যা শিশুর দেহ-মন গঠন এবং সুস্থ ■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং...............
তারিখ...............
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিষ্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
...র্থে/জ্ঞাতার্থে